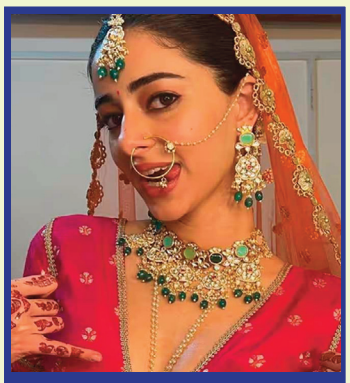
Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

২৭কার্তিক ।। ১৪৩৩।শনিবার ১৪ নভেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৬৩২ সংখ্যা ।। ৮পাতা



অক্ষয়পুত্র আরভের সঙ্গে নাম জড়াতেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনন্যার!



পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিতে ঘাট পরিদর্শনে শুভেন্দু, অংশ নেবেন ছটপুজোতেও

শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগফল শূন্য', বাম-কং-মমতা তৃণমূলের 'জোট প্রস্তাব'কে কটাক্ষ শমীকের



সর্বোচ্চ জমায়েত ৫০ হাজার! ইন্ডি জোটের সভার পরই রামলীলা ময়দান নিয়ে একাধিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তুতি



রেলপথে জুড়ছে রাম-সীতার জন্মস্থান! মোদির হাত ধরে অযোধ্যা থেকে নেপালের জনকপুর পর্যন্ত ছুটবে ট্রেন





পাকিস্তানকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শেষ বলের রুদ্ধশ্বাস লড়াই, হাতে মাত্র একটি উইকেট। জয়ের জন্য প্রয়োজন তিন রান। এমন পরিস্থিতিতে দশ নম্বর ব্যাটার মোহিত উলভার ব্যাট থেকে এল অবিশ্বাস্য এক চার। এক বল বাকি থাকতে নয়, একেবারে শেষ বলেই পাকিস্তানের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। ওমানের আল-আমিরাতে শনিবার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে এক উইকেটে হারিয়ে নবমবারের জন্য এই প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতল ভারতের ছোটরা।ফাইনালের চিত্রনাট্য যে এমন হবে, তা হয়তো ভাবতে পারেননি কেউই। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান তোলে ৩৩৭ রান। জবাবে ৩৩৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে একসময় ২৫২ রানে আট উইকেট হারিয়ে কার্যত হারের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ভারত। সেখান থেকেই অসম্ভবকে সম্ভব করেন মানাল চৌহান ও মোহিত উলভা। তাঁদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। শেষ ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল আট রান। প্রথম বলে বড় শট খেলতে গিয়ে ব্যর্থ হন মোহিত। স্টাম্পিংয়ের আবেদনও ওঠে, তবে অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি। পরের বলগুলিতে স্নায়ুর চাপ আরও বাড়ে। একসময় জয়ের জন্য শেষ বলে প্রয়োজন দাঁড়ায় তিন রান। পাকিস্তানের আহমেদ হুসেনের বল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে ওয়াইড লং-অফের উপর দিয়ে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেন মোহিত। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে ভারতীয় শিবির।২৬ বলে পাঁচটি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে অপরাজিত ৪৯ রান করেন মোহিত। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দেন মানাল। ৩২ বলে ৪৭ রানের ইনিংসে তিনটি চার ও তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। দুজনের গুরুত্বপূর্ণ জুটিতে ম্যাচে ফেরে ভারত। শেষ দিকে চিগুরুপতি বেঙ্কট অপরাজিত ১১ রান করে জয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করেন। বল হাতেও তিনটি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এর আগে পাকিস্তানের হয়ে দুরন্ত শতরান করেন উসমান খান। ১০৬ বলে তাঁর শতরানের পাশাপাশি আব্দুল কাদির করেন ৮০ রান। অধিনায়ক ফারহান ইউসুফের ব্যাট থেকে আসে ৬৩ রান। ভারতের হয়ে কাব্য পটেল চারটি এবং বেঙ্কট তিনটি উইকেট নেন। ভারতের হয়ে আর্যবীর সেহওয়াগ পাঁচ ম্যাচে মোট ৩৬১ রান করে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের কাছে হারের বদলা ফাইনালে নিয়ে ট্রফি হাতে উল্লাসে মেতে ওঠে ভারতীয় দল। শেষ বলে মোহিতের সেই চার শুধু ম্যাচ জেতাল না, অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ইতিহাসেও জায়গা করে নিল।

'গুজরাতি গ্যাং কেন বলেছি পুলিশকে জানিয়ে এলাম' অভিষেক

নয়া জামানা ঃ সমাজমাধ্যমে গুজরাটি ভাবাবেগে আঘাত এবং ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগে ভবানীপুর থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত সওয়া চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমে বিশেষ কিছু না বললেও পরে কালীঘাটে নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তদন্ত এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বলেও দাবি করেন অভিষেক। শনিবার বেলা ১২টা ১৯ মিনিট নাগাদ ভবানীপুর থানায় পৌঁছন অভিষেক। বিকেল ৪টা ৩৪ মিনিট নাগাদ সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বাংলাবিরোধী গুজরাটি গ্যাংয়ের হাতের পুতুল বলে উল্লেখ করে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। ভবানীপুরের বাসিন্দা অর্ণবকান্তি দাস এই অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই অভিষেককে তলব করে পুলিশ।

তৃণমূল জমানার দুষ্কৃতী জেল থেকে ছাড়া পেল কীভাবে? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর



নয়া জামানা ঃ শান্তিনিকেতনে পুলিশ কনস্টেবলকে গুলি করে পালানো কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৩৬টিরও বেশি মামলা রয়েছে বলে দাবি পুলিশের। এমন এক দাগি অপরাধী কীভাবে জেল থেকে ছাড়া পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার গুলিবিদ্ধ পুলিশকর্মীকে দেখতে গিয়ে এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজ নিতে গিয়ে আগের সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, পলাতক দুষ্কৃতীকে ধরতে বোলপুর, কীর্ণাহার, নানুর ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের লাইক বাজার এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখকে ধরতে অভিযানে নামে পুলিশ। প্রান্তিক আউটপোস্ট থেকে সাদা পোশাকে বাইকে চেপে সেখানে পৌঁছন শান্তিনিকেতন থানার তিন পুলিশকর্মী। অভিযানের সময় রতনকে প্রায় হাতের নাগালে পেয়েও যান তাঁরা। কিন্তু ধরা পড়ার মুহূর্তে নিজের কাছে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। গুলিবিদ্ধ হন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। এরপরই সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় রতন। রক্তাক্ত অবস্থায় বিশ্বজিৎকে উদ্ধার করে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে রাতেই তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী শনিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। বর্ধমান জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। জখম পুলিশকর্মীর চিকিৎসার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার কথাও জানান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশকর্মীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। রতন শেখ একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী। এমন কোনও অপরাধ নেই, যার সঙ্গে সে যুক্ত নয়। নানুর, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানায় তার বিরুদ্ধে ৩৬টিরও বেশি মামলা রয়েছে। ডাকাতি, চুরি ও মাদক কারবারের মতো অপরাধে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এতগুলি মামলা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সে জেল থেকে ছাড়া পেল? আগের সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই ধরনের কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের মাথায় তৃণমূলের হাত ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রতনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। কিন্তু উৎসবের মরশুমে সে কীভাবে জেল থেকে মুক্তি পেল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। এদিকে, অভিযুক্তকে ধরতে জেলা পুলিশের তরফে ব্যাপক তল্লাশি শুরু হয়েছে। বোলপুর, কীর্ণাহার, নানুর ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ যৌথভাবে বিভিন্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে। যাতে রতন কোনওভাবেই জেলার বাইরে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন এবং জাতীয় সড়কে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন সম্ভাব্য যাতায়াতের পথেও পুলিশি তল্লাশি চলছে। ঘটনাস্থল থেকে ৭.৫ এমএম গুলির একটি খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ওই ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র থেকেই কনস্টেবলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল।

জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বোলপুরে এক বিজেপি নেতার খুনের ঘটনা সামনে এসেছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার পুলিশকর্মীর উপর গুলির ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

লাভপুরের বিধায়ক দেবাশিস ওঝাও এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বোলপুরের মতো এলাকায় এ ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পুলিশ-প্রশাসনকে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 2

স্বপ্ন সত্যি করছে

‘সৈনিক অ্যাকাডেমি’

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা



সাধারণ ঘরের সন্তানদের ডিফেন্স সার্ভিসে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন পূরণে মালদার কালিয়াচকের
সাহাবাজপুরে গড়ে উঠেছে ‘সৈনিক অ্যাকাডেমি’।কঠোর পরিশ্রম, উন্নত পঠনপাঠন এবং সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সাফল্যের এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছে।

পথচলার শুরু ও সাফল্যের গল্প

চলতি বছরের এপ্রিল মাসে কর্ণধার বচ্চন মণ্ডলের হাত ধরে মাত্র ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এই অ্যাকাডেমির যাত্রা শুরু হয়।অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি প্রমাণ করেছে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অগ্নিবীর পরীক্ষায় এই অ্যাকাডেমি থেকে ১৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ১৩ জন সফলভাবে উত্তীর্ণ হন।শুধু তাই নয়, ১০ জন পরীক্ষার্থী মাঠের পরীক্ষাও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক সফলতার হার বর্তমানে ৯১.২ শতাংশ।

পঠনপাঠন ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা

ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে এখানে পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়

বিশেষ ক্লাস ও ডাউট সলভিং ঃ এখানে প্রতিদিন নিয়মিত তিনটি করে ক্লাস নেওয়া হয়। এছাড়া শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ডাউট সলভিং ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে,যাতে কোনো পড়ুয়ার মনে কোনো সংশয় না থাকে।

পুষ্টিকর ও সুষম আহার ঃ কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন চার বেলা পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত আমিষ খাবার পরিবেশন করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পড়াশোনা ও পরিচালনার দায়িত্বে সবমিলিয়ে ১৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। আধুনিক পরিকাঠামোছেলে ও মেয়েদের জন্য এখানে সম্পূর্ণ পৃথক ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা রয়েছে। পুরো ক্যাম্পাসটি ওয়াইফাই এবং সিসিটিভি ক্যামেরার কঠোর নিরাপত্তার আওতাধীন।বিনামূল্যে জিমশারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার জন্য অ্যাকাডেমির সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে জিম করার সুবিধা রয়েছে।

কর্ণধারে বক্তব্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এই অ্যাকাডেমির পুরোভাগে রয়েছেন কর্ণধার বচ্চন মণ্ডল ও সাঈদা খ াতুন।অ্যাকাডেমির কর্ণধার বচ্চন মণ্ডল জানান, এখানে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুশীলন করানো হয়। পুষ্টিকর খাবারের
পাশাপাশি ডিফেন্সের পরীক্ষায় তাদের সফল করে তুলতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।তিনি আশা প্রকাশ করেন যে
, সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনে এই অ্যাকাডেমি আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বহু তরুণের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 3

স্কুলে পুজো ও গরমের ছুটি কমানোর চিন্তাভাবনা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের





নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি থাকে টানা প্রায় একমাস। একেবারে ভাইফোঁটা কাটিয়ে স্কুল খোলার বহুদিনের। অন্যদিকে গরমের ছুটিতেও একটানা অনেকগুলো দিন স্কুল বন্ধ থাকে। তবে এবার সেই দীর্ঘ ছুটিতে লাগাম টানার চিন্তাভাবনা করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পুজোয় দীর্ঘদিনের ছুটি থাকার ফলে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন প্রভাব পড়ে বলে মনে করছে পর্ষদ। সেই কারণেই একটানা ছুটিতে কিছুটা কাটছাঁট করার কথা ভাবা হচ্ছে। পর্ষদের পর্যবেক্ষণ, পুজোর ছুটিতে দীর্ঘদিন স্কুলে না আসায় অনেক পড়ুয়ার মধ্যে পড়াশোনায় অনীহা তৈরি হয়।

শুধু তাই নয়, ছুটির আগে শেখানো বিষয়গুলি অনেক সময় তারা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্কুল খোলার পর নতুন করে পড়াশোনার পুরনো ধারায় ফিরতে অনেকেরই সমস্যা হয়। এই পরিস্থিতিতে পুজোর ছুটির সময়সীমা খানিকটা কমলে, তাতে পড়ুয়াদের প্রতি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মত পর্ষদের। প্রসঙ্গত, রাজ্যে সামগ্রিক সরকারি ছুটি নিয়ে দু'দিন আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছিলেন, ছুটি ছুটি করে গোটা রাজ্যটাই শীতঘুমে চলে গিয়েছে।দ সরকারি ছুটির ক্যালেন্ডার নতুন করে সংশোধনের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি। স্কুলে পুজোর ছুটি কমানোর চিন্তাভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছে শিক্ষক মহলের একাংশ। এক শিক্ষকের কথায়, ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত গরমে আর পুজোয় লম্বা ছুটি পায়। ছুটির বিষয়ে সমস্যা আছে ঠিকই।

কিন্তু ভোটের সময়ও অনেকদিন স্কুল বন্ধ রাখতে হয়। যার ফলে শিক্ষাপ্রদানে ব্যাঘাত ঘটে। এই দিকটিও ভেবে দেখা উচিত।দ অন্যদিকে, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, তটানা ছুটি বন্ধ হওয়া একেবারেই সমর্থন যোগ্য নয়। মোট ছুটির সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। স্কুলগুলির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত বিষয়টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌগত বসুর বক্তব্য, তবে কোনও স্কুলেই পুজো ও গরমের ছুটি মিলিয়ে মোট ছুটির সংখ্যা ৬৫। কিন্তু সরকারি ছুটির ক্যালেন্ডারে দেখা যাচ্ছে স্কুলে ছুটি ৬৫ হলেও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ক্ষেত্রে ছুটির সংখ্যা ৫২। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন তা আগামী বছর থেকে ৪০-৪৫ দিন করা হতে পারে। সরকারি কর্মীদের জন্য যদি এই ছুটির সংখ্যা থাকে, তাহলে স্কুলের ক্ষেত্রেও তাই হোক। পড়ুয়াদের ছুটি নিয়ে আপত্তি নেই, তবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ছুটি অন্যান্য সরকারি কর্মীদের সমগোত্রীয় হোক। যে প্রস্তাব আসছে সরকারি তরফে, তাকে অবশ্যই স্বাগত জানাই।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের হাজার ফুটের মধ্যে মদের দোকান নয়

বড় নির্দেশ হাই কোর্টের



নয়া জামানা ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করতে হবে। ফলে কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক হাজার ফুটের মধ্যে মদের দোকান স্থানান্তর করা যাবে না। এই সংক্রান্ত এক মামলায় নিম্ন আদালতের আগের রায় বহাল রেখে এমনই গুরুত্বপূর্ন নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার সারাই তিনার গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনার মৌজায় ভাড়া বাড়িতে একটি বিদেশি মদের দোকান চালাতেন মামলাকারী। পরে নিজের জমিতে দোকানটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের আবগারি দপ্তরের কাছে আবেদন জানান তিনি। যার কাছেই রয়েছে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় দপ্তর। এরপরেই আদালতের দ্বারস্থ হন ওই দোকানের মালিক। আবেদনকারীর যুক্তি ছিল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাই ওই কেন্দ্রের উপস্থিতিকে মদের দোকান স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে দেখানো উচিত নয়। তবে আবেদনকারীর যুক্তিকে মান্যতা দেয়নি আদালত। পর্যবেক্ষণে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের মত, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধির পরিপ্রেক্ষিতে এই কেন্দ্রগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতায় বিবেচনা করা যায়। ২০০৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ আবগারি বিধির অষ্টম নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মদের দোকান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। আদালতের বক্তব্য, সেই বিধি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক হাজার ফুটের মধ্যে মদের দোকান স্থানান্তর করা যাবে না।

কলকাতার পুরভোট নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

নয়া জামানা ঃ কলকাতা পুরসভার ভোটের পথে আইনি বাধা কাটাতে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুক্রবার শীর্ষ আদালতে আবেদন জমা পড়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে। ফলে পুরভোটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে এখন নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে।

৬ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাবে না। সিপিএম নেত্রী দীপু দাসের করা মামলার প্রেক্ষিতে ওই নির্দেশ দেয় আদালত। তার জেরে ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন, হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে যাবে রাজ্য। সেই সিদ্ধান্ত মেনেই শুক্রবার মামলা দায়ের করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা আগে ছিল ১৪৪। পুনর্বিন্যাসের পরে তা বেড়ে হয়েছে ২০৯। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী। তাঁদের অভিযোগ, ওয়ার্ড গঠনের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি। অন্যদিকে, শাসকদল বিজেপির বক্তব্য, এই আইনি পদক্ষেপের ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আটকে যাচ্ছে। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়ার পুরভোট নিয়েও নতুন করে আইনি অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আর একটি মামলা দায়ের হয়েছে। ফলে দুই শহরের পুর নির্বাচনই এখন আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। ভোট কবে হবে, তা স্পষ্ট না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা পরিচালনার বিকল্প ব্যবস্থাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা ও হাওড়ার প্রতিটি ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। ১ ডিসেম্বর থেকে তাঁরা সংশ্লিষ্ট এলাকার কাজকর্ম দেখবেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, এই দায়িত্বে থাকবেন বিজেপির প্রতিনিধিরা। অর্থাৎ, আদালতের নির্দেশে নির্বাচন পিছিয়ে গেলে পুরসভার দৈনন্দিন কাজ যাতে থমকে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই অন্তর্বর্তী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে ভোটের বিজ্ঞপ্তি কবে প্রকাশ করা যাবে, তার উত্তর আপাতত সুপ্রিম কোর্টের শুনানির উপরই নির্ভর করছে।



তৃণমূলীকরণ হচ্ছে বিজেপি !



নয়া জামানা ঃ বারবার নরমে-গরমে বুঝিয়ে, সতর্কবার্তা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের ভূরি ভূরি অভিযোগ জমা পড়ছে দলের অন্দরে। সেসবের জেরে ফের দলের পদাধিকারীদের সাসপেনশনের পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার মণ্ডল সভাপতি, বুথ সভাপতি-সহ ২২ জনকে শোকজ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন জেলা সভাপতিও। তাঁদের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজ ও দলের নির্দেশ অমান্য করে বলপূর্বক অন্য দলের কার্যালয় দখলের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বলে সূত্রের খবর। রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যরা বারবার দলীয় কর্মীদের সতর্ক করেছেন। বারবার বার্তা দিয়েছেন, শাসকদল বলে কোনওরকম গা-জোয়ারি করে কিছু করা চলবে না। দলের শৃঙ্খলা মেনেই চলতে হবে। আসলে তৃণমূল জমানার 'দখল সংস্কৃতি'র পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেদিকেই নজর ছিল তাঁদের। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সেসব কথা বিশেষ কানে তোলেননি সংগঠনের নিচুস্তরের নেতারা। মণ্ডল সভাপতি, বুথ সভাপতিরা নানা জায়গায় একাধিক শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব নালিশ কানে গিয়েছে শমীক ভট্টাচার্যদেরও। শুক্রবারই দলের মধ্যে অরাজকতা প্রসঙ্গে এক অনুষ্ঠানে কড়া বার্তা দিয়েছেন শমীক। তাঁর সতর্কবার্তা, ''দলের কোনও কোনও মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন, তাঁরাই পুলিশমন্ত্রী। আবার কোনও কোনও জেলায় কয়েকজন পুলিশও ভাবছে, তাঁরা যেন মণ্ডল সভাপতি। এসব কোনওটাই চলবে না। কিন্তু বিজেপিতে শৃঙ্খলাই সবচেয়ে বড় কথা। তা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে দল। ইতিমধ্যে ২২ জনকে শোকজ করা হয়েছে। তাঁদের জবাবে দল সন্তুষ্ট না হলে সাসপেন্ড করা হতে পারে বলে খবর। এনিয়ে অগ্নিমিত্রা পালও বলেছেন, ''পুলিশরা যদি ভাবে যে তারাই সংগঠনের সবকিছু, তারাই মণ্ডল সভাপতি বা জেলা সভাপতি, সেই ভাবাটাও যেরকম খুব বাতুলতা, সেরকমই আমার মণ্ডল সভাপতিরা যদি ভাবেন যে তাঁরা পুলিশমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, তাহলে তার থেকে বেশি বোকামো আর কিছু হতে পারে না বলে আমার মনে হয়। সুতরাং আমার মনে হয় আমরা যে যার নিজের দায়িত্বটা পালন করি। মণ্ডল সভাপতিদের সংগঠনের দায়িত্ব, তিনি সংগঠনটাকে ঠিক করে করুন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 4

সম্পাদকীয়

১৪ নভেম্বর ২০২৬ ।। শনিবার

বিষের চাদরে দিল্লি !

শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে রাজধানী দিল্লিতে নেমে এসেছে বিষাক্ত বাতাসের দাপট। চারদিকে ধোঁয়াশার আস্তরণ, বাতাসে বিষের গন্ধ, আর প্রতিটি নিঃশ্বাসে অদৃশ্য বিপদের হাতছানি। একসময় শস্যের গোড়া পোড়ানোকে দিল্লির দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।সেই ঘটনা কমলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি নেই। বরং দূষণের মাত্রা এমন ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়াটাই যেন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।শুক্রবার সকালে দিল্লির সার্বিক বায়ুর গুণমানের সূচক বা একিউআই ৪০০ ছাড়িয়ে যাওয়া শুধু পরিবেশগত বিপর্যয়ের ইঙ্গিত নয় এটি দেশের রাজধানীর জনস্বাস্থ্য নিয়ে এক গভীর উদ্বেগের ছবি তুলে ধরছে।কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার দিল্লির সার্বিক একিউআই ছিল ৩৫০।মাত্র এক দিনের ব্যবধানে তা বেড়ে ৪০০-র গণ্ডি পার করেছে। দূষণ পরিমাপের ৫৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ২১টিতে একিউআই পৌঁছে গিয়েছে ৪০০-র উপরে। আইটিও মোড়ে এই সূচক ৪৫৫। এমস, আনন্দ বিহার, অক্ষরধাম থেকে রজোকরি সীমান্ত রাজধানীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কার্যত দূষণের কবলে।দূষণের মাপকাঠিতে ৪০১ থেকে ৫০০ পর্যন্ত একিউআইকে 'মারাত্মক' বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ দিল্লির বাতাস এখন এমন এক বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে যা মানুষের শরীরের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই বিপর্যয়ের দায় আর কেবল কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সুযোগ নেই। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ধান কাটার পর জমিতে পড়ে থাকা শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা আগের তুলনায় কমেছে। নাসার উপগ্রহের হিসাবে, ১ অক্টোবর থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দুই রাজ্যে মোট ৪ হাজার ১০৭টি আগুন লাগানোর ঘটনা নজরে এসেছে। তার মধ্যে পঞ্জাবে ৩ হাজার ৭২৯টি এবং হরিয়ানায় ৩৭৮টি। শুধু ১২ নভেম্বরেই দুই রাজ্যে ৯৬টি এমন ঘটনা ধরা পড়েছে। নিঃসন্দেহে এই আগুনের ধোঁয়া দিল্লির দূষণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।কিন্তু প্রশ্ন হল, কৃষিজমিতে আগুনের ঘটনা কমার পরেও রাজধানীর বাতাস এতটা বিষাক্ত হয়ে উঠছে কেন?

আসলে দিল্লির দূষণ কোনও একটি কারণের ফল নয়। এটি দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং পরিবেশ রক্ষায় ধারাবাহিক ব্যর্থতার সম্মিলিত পরিণতি। বিপুল সংখ্যক যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলো, শিল্পাঞ্চলের নির্গমন, আবর্জনা পোড়ানো এবং স্থানীয় দূষণের উৎসগুলি প্রতিদিন বাতাসে বিষ মিশিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে শীতের শুরুতে বাতাসের গতিবেগ কমে যাওয়া এবং বায়ুমণ্ডলের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দূষিত কণাগুলি সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। ফলে বিষাক্ত বাতাস রাজধানীর উপরেই জমাট বেঁধে থাকছে। তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশার ঘন চাদর। দৃশ্যমানতা কমছে, বাড়ছে যান চলাচলের ঝুঁকি, দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।এই দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা মানুষ। তবে বিপদের পরিধি শুধু তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুস্থ মানুষও দীর্ঘক্ষণ এই বিষাক্ত বাতাসে থাকলে শ্বাসনালি ও ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন। চোখ জ্বালা, গলায় অস্বস্তি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এখন রাজধানীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত সমস্যা হয়ে উঠছে।যে শহরে দেশের গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি অবস্থিত, সেই শহরের বাসিন্দাদেরই যদি বিশুদ্ধ বাতাসের নিশ্চয়তা না থাকে তবে উন্নয়নের যাবতীয় দাবি কতটা অর্থবহ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। প্রতি বছর শীতের মুখে দিল্লির দূষণ নিয়ে হইচই শুরু হয়। প্রশাসনের তরফে বৈঠক হয়, বিভিন্ন বিধিনিষেধ জারি করা হয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণে নানা পরিকল্পনার কথা শোনানো হয়।

অক্ষরযাত্রায় কলকাতার রাজপথ

সুনীল মাইতি
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক



আজকের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যেখানে মেরুকরণের রাজনীতি, অসহিষ্ণুতা এবং ডিজিটাল মাধ্যমের কৃত্রিম প্ররোচনা সমাজকে প্রতিনিয়ত বিভক্ত এবং সংকুচিত করছে,সেখানে কলকাতার রাজপথে বইয়ের জন্য হাঁটা এক গভীর,শান্ত এবং বৌদ্ধিক প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে।কলকাতা এমন এক বর্ণময় ও ঐতিহ্যবাহী শহর যার রাজপথ কেবল যানবাহনের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে না বরং তা দীর্ঘকাল ধরে মুক্তবুদ্ধি, সাহিত্য এবং গণতান্ত্রিক চেতনার এক জীবন্ত সাক্ষী।বর্তমান সময়ে যখন রাজনীতির প্রধান সংজ্ঞা হয়ে উঠেছে জনসভার কোলাহল, উগ্র শ্লোগান এবং ভার্চুয়াল ট্রোলিং, তখনই এই শহরের রাজপথে বইয়ের খোঁজে হেঁটে বেড়ানো নাগরিকদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত সমাজবদল, মননশীলতার বিকাশ এবং যুক্তি নির্ভর সমাজ সবসময় ধুলোমাখা পাতার গন্ধ ও স্বাধীন চিন্তার হাত ধরেই এগিয়ে চলে। উত্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের ঐতিহাসিক 'বইপাড়া' থেকে শুরু করে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের সান্ধ্য ফুটপাত এই অঞ্চলের প্রতিটি ইঁটে যেন লেখা রয়েছে দীর্ঘ লড়াই ও প্রতিবাদের ইতিহাস। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন ভিন্নমত ও ভিন্নস্বরকে বিভিন্ন উপায়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে তখন কলেজস্ট্রিটের ফুটপাত ধরে হেঁটে বেড়ানো মানে কেবল বই কেনা নয় এটি স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে টিকিয়ে রাখার এক নীরব ও শক্তিশালী আন্দোলন। বিধান সরণী ও সূর্য সেন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ চত্বর কেবল একটি সাধারণ বাজার নয়, এটি এমন এক মুক্ত প্রাঙ্গণ যেখানে জাতপাত,দলীয় রাজনীতি বা মতাদর্শের সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে মানুষ কেবল পাঠক এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে একাসনে মিলিত হয়।প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী কফি হাউসের টেবিলে যে রাজনৈতিক দার্শনিক ও সাহিত্যিক বিতর্ক চলে তার মূল জীবনীশক্তিই হলো এই রাজপথে হেঁটে বই সংগ্রহের আবহমান অভ্যাস। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও বইয়ের জন্য এই হাঁটার সংস্কৃতি এক অন্য এবং অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। আজকের ডিজিটাল এবং কর্পোরেট যুগে তথ্য এবং মতামত আজ অদৃশ্য অ্যালগরিদমের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন সংবাদটি আপনার সামনে আসবে আর কোনটি ফিল্টার হয়ে হারিয়ে যাবে তা ঠিক করে দেয় অদৃশ্য কোনো রাজনৈতিক বা কর্পোরেট শক্তি। এই নিয়ন্ত্রিত বাস্তুতন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে কলকাতার রাজপথে হেঁটে বই খোঁজা হলো একপ্রকারের স্বাধিকার রক্ষা। ফুটপাতের পুরনো বইয়ের স্তূপ থেকে এমন কোনো দুর্লভ রাজনৈতিক দর্শন, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা প্রতিবাদী কবিতার বই খুঁজে পাওয়া যা হয়তো মূলধারার বাজারে বা সেন্সরশিপের অদৃশ্য ভয়ে ব্রাত্য তা পাঠকের মনে নতুন রাজনৈতিক সচেতনতা ও দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।বইয়ের মলাট উল্টে দেখা এবং ফুটপাতের বিক্রেতার সঙ্গে নাতিদীর্ঘ আলাপে উঠে আসে খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের আসল কণ্ঠস্বর যা মূলধারার ঝকঝকে রাজনৈতিক বক্তৃতায় বা প্রচারণায় প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। শুধু কলেজ স্ট্রিট নয়, গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট মোড় কিংবা ময়দান চত্বরে



বইমেলা প্রাঙ্গণে বইপ্রেমীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা শহরের গণতান্ত্রিক মেজাজকে প্রতিনিয়ত সজীব রাখে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন সমাজের জনপরিসর বা পাবলিক স্পেসগুলো ক্রমেই সংকুচিত ও নিয়ন্ত্রণ হয়ে আসছে তখন ফুটপাতের চওড়া হাঁটাপথ বা বইমেলার এই প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের শেষ স্বাধীন আশ্রয় স্থানা। এখানে ধনী-দরিদ্রের সমস্ত ভেদাভেদ নিমেষে মুছে যায় একটি বিরল ক্লাসিক বা রাজনৈতিক ইতিহাসের বইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে যখন দুই অপরিচিত মানুষ তর্কে বা আলোচনায় লিপ্ত হন তখন তা তৈরি করে এক সুস্থ, প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের মজবুত বুনোট। মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কলকাতার বিখ্যাত ফ্লানুর বা উদ্দেশ্যহীন হাঁটার সংস্কৃতি মানুষকে আত্মিক মুক্তি দেয়। রাষ্ট্র যখন প্রতিটি নাগরিকের গতিবিধি এবং চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তখন বইয়ের সুবাস ও টানে এই স্বাধীন পদ চারণা এক শান্ত অথচ দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পাশাপাশি এই রাজপথের ফুটপাতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বহু প্রান্তিক বই বিক্রেতা, ছোট প্রকাশক ও তাঁদের জীবনজীবিকা। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক নীতি, কাগজের অস্বাভাবিক দাম এবং প্রশাসনিক উপেক্ষার ফলে ছোট ও স্বাধীন প্রকাশনাগুলো আজ গভীর অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারসর্বস্ব সংস্কৃতি যখন বিশাল বাজেটের হোর্ডিং আর বিজ্ঞাপনে পুরো বাজার ছয়লাপ করে দিচ্ছে তখন এই সাধারন ও খেটে খাওয়া বই বিক্রেতারা টিকে রয়েছেন কেবল তাঁদের সততা আর পাঠকদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জোরে তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা এবং বই কেনা কেবল একটি সাধারণ অর্থনৈতিক লেনদেন নয়, এটি বহুমাত্রিক সংস্কৃতির বহুমত ও বৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার এক ঐতিহাসিক লড়াই। পরিশেষে বলা যায় বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের এই সময়ে 'বইয়ের জন্য হাঁটা,কলকাতার হৃদস্পন্দনের এক অনিবার্য ও পবিত্র শর্ত। এটি কোনো ক্ষণস্থায়ী নাগরিক ফ্যাশান নয়, বরং এই শহরের শতবর্ষের মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রগতির এক অনন্য দলিল। যতদিন কলকাতার রাজপথে বইপ্রেমীদের জুতোর শব্দ, প্রাণের আড্ডা এবং অক্ষরের নেশা বেঁচে থাকবে ততদিন কোনো রাজনৈতিক মেরুকরণ বা অসহিষ্ণুতা এই শহরের বিবেককে চিরতরে স্তব্ধ করতে পারবে না।বাঁধানো অক্ষরের টানে রাজপথের এই অবিরাম পদযাত্রা আসলে এক সুস্থ, গণতান্ত্রিক, মানবিক ও সুন্দর সমাজ গঠনের দিকেই অন্তহীন পথে চলা।

জাতীয় শিশু দিবস



আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং একটি সুস্থ, সবল ও উন্নত জাতি গঠনের মূল ভিত্তি হলো আজকের শিশুরা।শিশুদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা,তাদের অধিকার রক্ষা এবং একটি নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর ভারতে অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সাথে পালিত হয় 'জাতীয় শিশু দিবস'। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মবার্ষিকীটিকে স্মরণ করে এই দিনটি শিশুদের উৎসর্গ করা হয়েছে কারণ তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাদের কাছে তিনি চিরকাল 'চাচা নেহরু' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর সেই সুগভীর স্নেহের প্রতি সম্মান জানিয়েই তাঁর জন্মদিনটিকে শিশু দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং দিনটি দেশজুড়ে বিশেষ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ওপরই দেশের আগামী দিনগুলোর সাফল্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অথচ বর্তমান সমাজেও অনেক শিশু উপযুক্ত শিক্ষা, পুষ্টি ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছে। শিশু শ্রম, নির্যাতন, বাল্যবিবাহ এবং শিক্ষার অভাবের মতো সামাজিক অভিশাপগুলো আজও অনেক শিশুর সুন্দর শৈশবকে নির্মমভাবে কেড়ে নিচ্ছে। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস কেবল আনন্দ-উল্লাস বা উদযাপনের দিন নয় বরং এটি আত্মবিশ্লেষণ করার দিন আমরা আসলেই দেশের প্রতিটি শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পেরেছি কি না। শিশুদের অধিকার রক্ষা, তাদের আইনি সুরক্ষা প্রদান এবং মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিটি শিশুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ দায়িত্ব। দেশের বিভিন্ন স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সচেতনতামূলক নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিনটি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উদযাপিত হয়। তবে এই উদযাপনের মূল বার্তাটি হলো শিশুদের মেধার বিকাশ ঘটাতে তাদের মুক্ত আকাশে উড়তে দেওয়া এবং সঠিক পথপ্রদর্শন করা। তাদের ওপর বড়দের উচ্চাশা বা মানসিক চাপ চাপিয়ে না দিয়ে তাদের নিজস্ব স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেওয়াটাই প্রকৃত অভিভাবকত্ব।১৪ নভেম্বর আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, একটি শিশুর শৈশব যেন কোনোভাবেই যন্ত্রণার না হয়ে বরং আনন্দ, শিক্ষা ও নিরাপত্তার মোড়কে মোড়ানো থাকে।আজকের প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে শিশুদের সঠিক মানসিক ও নৈতিক বিকাশ নিশ্চিত করা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 5

শহরে পানীয় জল পরিষেবায় উন্নতির আশা

চারটি ওভারহেড রিজার্ভারের জন্য মিলল জমি



নয়া জামানা ঃ অবশেষে কাটল জমিজট। পৃথক চারটি ওভারহেড রিজার্ভার গড়তে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে জমি চিহ্নিত করা হল। নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজের জন্য চিহ্নিত করা প্রতিটি জমিই সরকারি। পুজো পর্ব মিটতেই ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার কাজ শুরু হবে। পুরকর্তাদের দাবি, ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই রিজার্ভার তৈরির কাজ ১০০ শতাংশ শেষ করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য বাকি চারটি জমিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। দুটি জমির জন্য রাজ্যের কাছে ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।' শিলিগুড়ি শহরে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই সমস্যা সমাধানে ২০২৪ সালে তৃণমূল জমানায় আম্রুত-২'এর অধীনে মেগা জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। প্রথম ফেজের কাজ ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়েছে। এরই মাঝে ২০২৪ সালে মেগা জলপ্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজে ওভারহেড রিজার্ভার নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। পুরনিগমের তরফে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় ফেজে শহরে মোট ১৩টি ওভারহেড রিজার্ভার তৈরি করা হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় জমি চিহ্নিত করে একে একে নয়টি রিজার্ভারের কাজ আগেই শুরু করা হয়। সেগুলির মধ্যে চারটি রিজার্ভার তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাকিগুলির কাজও জোরকদমে চলছে। তবে আরও চারটির নির্মাণকাজ এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি। এই চারটি রিজার্ভারের জন্যেও একসময় জমি চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে কোথাও জবরদখল আবার কোথাও জমির অবস্থানগত সমস্যার জেরে নির্মাণকাজ থমকে ছিল। আগে চিহ্নিত জমির মধ্যে ছিল শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাল্লাগুড়ির একটি সরকারি জমি। তবে তা দখল হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, ভানুনগরে রিজার্ভারের জন্য চিহ্নিত করা জমি ছিল অপেক্ষাকৃত নীচু।এমনই একাধিক সমস্যায় জেরবার হয়ে পুর কর্তৃপক্ষ নতুন করে জমি খোঁজার কাজ শুরু করে। অবশেষে জট কাটিয়ে জমি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন পুরকর্তারা। জানা গিয়েছে, শহরের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত চাঁদমণি হাসপাতাল লাইন এলাকায় কালেক্টর ল্যান্ড ওভারহেড রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য চিহ্নিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সেবক রোডের দুই মাইল সংলগ্ন এলাকায় সেচ দপ্তরের জমিটিও বাছাই করা হয়েছে। ওই দুটি জমির জন্য রাজ্যের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে ইতিমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে। পুরকর্তাদের দাবি, পুজো পর্ব মিটতেই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, অপর দুটি রিজার্ভার গড়ে তোলার জন্য পুরনিগম নিজস্ব জমি বাছাই করেছে। একটি ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোয়ার ভানুনগর এলাকায়, অপরটি সূর্য সেন পার্কের পিছন দিকে। আগামী নয় মাসের মধ্যেই ওই রিজার্ভারগুলির নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে পুরনিগম জানাচ্ছে। শহরে বর্তমানে ১৬টি ওভারহেড রিজার্ভার রয়েছে। নতুন করে আরও ১৩টির কাজ শেষ হলে সংখ্যাটা ২৯ হয়ে যাবে। ফলে শহরের দূরবর্তী এলাকা সহ অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়ে উঠবে বলে পুরকর্তারা দাবি করছেন। পুরোনো রিজার্ভারগুলির সংস্কার করা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

গর্ভপাতের পর ভ্রূণ নিজেই খেয়ে ফেলেছিল ! বাঘিনি-রহস্যের তদন্তে চাঞ্চল্যকর দাবি কেন্দ্রীয় দলের



নয়া জামানা ঃ অন্তঃসত্ত্বা কিনা তা পরীক্ষা না করেই বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে বাঘিনিকে নিয়ে আসা হয় বক্সাতে ! এনটিসিএ সূত্রে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসল। তবে এই পরীক্ষা না করার বিষয়টি অত্যন্ত 'স্বাভাবিক' বলেই মনে করছেন দেশের বাঘ সংরক্ষণের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ সংস্থা ন্যাশনাল টাইগার কনজার্ভেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ এনটিসিএ'র। শনিবার দিল্লি থেকে এই সংস্থার কর্তা সঞ্জয় কুমার বলেন, দমানুষের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি-সহ নানান পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাঘের ক্ষেত্রে মুহূর্তের ওই টুকু সময়ের মধ্যে সবটা করা সম্ভব হয় না। ঘুম পাড়ানি গুলি করে কাবু করার পর জ্ঞান ফিরলেই আক্রমণ করার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ওই সামান্য সময়ের মধ্যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয়।দ ফলে বিহার থেকে আনা বাঘিনি অন্তঃসত্ত্বা কিনা তার কোনও ডাক্তারি পরীক্ষা হয়নি বলেই দাবি সঞ্জয়বাবুর। শুধু তাই নয়, এনটিসিএ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে আরও একটি বাঘিনিকে পছন্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বাঘিনি অন্তঃসত্ত্বা সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে নুন্যতম সন্দেহ হয়নি বলেই দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। সেই কারণেই এই বাঘিনিকে বক্সাতে আনার জন্য ঘুম পাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয় বলে দাবি সূত্রের। এদিকে বাঘিনির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শুরু হয়েছে দোষারোপ। তবে এক্ষেত্রে দোষারোপের কোনও জায়গা নেই বলেই দাবি এনটিসিএ'র। সূত্রের দাবি, এক্ষেত্রে কাউকে দোষারোপের কোন বিষয়ই নেই। দুই সদস্যের যে তদন্তকারী দল গঠন করেছে এনটিসিএ তা ফল্ট ফাইন্ডিং কমিটিই নয়, বরং তা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি বলেও এনটিসি এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে। বক্সাতে তারা গোটা ঘটনার তদন্ত করে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল যাতে আর না হয় তার সুপারিশ করবেন। তারা বক্সাতে সব বিষয় খতিয়ে দেখছেন। শুধু তাই নয়, টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন প্রকল্পে আর কী কী করণীয় তাও জানাবেন এই কমিটি। এদিকে এই বাঘিনি একটু ধাতস্থ হলে আগামিদিনে আরও বাঘ আনা হবে বলেও জানিয়েছেন এনটিসির এক কর্তা। এদিকে শুক্রবারই এই ঘটনায় কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ । এই ঘটনায় দোষীরা যে কড়া শাস্তির কোপে পড়বেন, তাও জানিয়েছিলেন বনমন্ত্রী। কিন্তু শনিবার দেশের বাঘ সংরক্ষণে নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ সংস্থার পক্ষ থেকে তেমন কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। জানা গিয়েছে, ঘটনার পর বক্সাতে বাঘিনি অন্তঃসত্ত্বার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দুই সদস্যের দল এসেছে। এই দলটি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছে। জানা গিয়েছে, তদন্তে বাঘিনি যে অন্তঃসত্ত্বা ছিল, তার প্রমাণ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, গত ৮ নভেম্বর এনক্লোজার থেকে বেড়িয়ে পড়ার আগেই বাঘিনির দুটো ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে একটি ভ্রূণ বাঘিনি নিজেই খেয়ে ফেলে। অন্য আরেকটি ভ্রূণ উদ্ধার করেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। তবে প্রথম গর্ভধারণের সময় বাঘিনির ভ্রূণ নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে করছেন বাঘ বিশেষজ্ঞরা। আপাতত বাঘিনি বক্সাতেই বহাল তবিয়তে রয়েছে। অন্যদিকে অসমেও এনটিসিএ'র সদস্যরা যেতে পারেন বলে খবর। তবে তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা।

ছটপুজোর কার্নিভালে যানজটে নাভিশ্বাস

নয়া জামানা ঃ বহু পরিকল্পনা করা হলেও জরুরি প্রয়োজনে তা যেন কাজে লাগারই নই। শুক্রবার তা আবারও প্রমাণিত হল। ছটপুজোর কার্নিভাল ঘিরে এদিন ভরদুপুরে সেবক রোডে যানজটে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তি হল। যান চলাচল সচল রাখতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে চেকপোস্ট থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত দুই দিকের গাড়িকে একই লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়নি। গাড়ির লাইন দীর্ঘ হওয়ায় দফায় যান চলাচল থমকে যায়। সবকিছু সামাল দিতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠে। যানজট সামলাতে তাঁদের এক মোড় থেকে অন্য মোড়ে ছুটতে হয়েছে। একদিকে শোভাযাত্রার পথ সামলানো, অন্যদিকে নিয়মিত যান চলাচল সচল রাখা, পুলিশের সামনে দুই চাপই ছিল। কিন্তু তা আর সেভাবে কাজে এল কই! জরুরি কাজে বেরিয়ে যানজটে পড়ে চালকরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যানজটে আটকে পড়া এমনই এক চালকের কথায়, 'এমনিতেই তো সেবক রোডে দুপুরের ব্যস্ত সময় সবসময়ই যানজট লেগে থাকে। এর মধ্যেই কার্নিভাল বের হওয়াতে আরও বেশি সমস্যার মধ্যে পড়তে হল। কার্নিভালের সময়টা একটু সকালের দিকে করা গেলে হয়তো ভালো হত।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক পদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'সেবক রোডের যান চলাচল যাতে স্তব্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য একপাশের লেনে দুই দিকের গাড়ি চালু রাখা হয়েছিল। যানচালকদের কিছুটা তো সমস্যা হয়েছে।' দুপুরে কার্নিভাল চলার সময় পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে চেকপোস্টগামী রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কার্নিভাল যত এগিয়েছে, পিছনে পড়ে থাকা মোড়গুলি ধীরে ধীরে খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই মোড় দিয়েই উলটো দিকের লেনের গাড়িগুলিকে ঢুকিয়ে পুলিশ দু'দিকের যান চলাচল চালু রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই সময় একের পর এক স্কুলবাস চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের দিকে যেতে শুরু করায় সেই পরিকল্পনায় রীতিমতো জল পড়ে। চেকপোস্ট থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড়ের লেন তুলনায় সরু হওয়ায় দুই দিকের গাড়ি মুখোমুখি পড়ে অবরুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। উলটো দিক থেকে আসা গাড়িকে এড়িয়ে বাসগুলি কোনওরকমে এগোতে থাকে। এর মধ্যেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাছে পার্কিং থেকে গাড়ি বেরোতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যানজটে আটকে পড়ে সুমিতা দাসের মতো অনেকেই ক্ষোভ জানান। সুমিতার কথায়, 'এক লেনের মধ্যেই দু'পাশের গাড়ি চলাচল করানোটা রীতিমতো আশঙ্কার। যেভাবে বাসগুলো একেবারে পাশ দিয়ে যাচ্ছে রীতিমতো ভয় লাগছে।'



এই পরিস্থিতিতে অনেক চালকই উলটো লেনে না গিয়ে ব্যারিকেড সরার অপেক্ষা করছিলেন। কার্নিভালের পিছন পিছন এগিয়ে যাওয়াকেই তাঁরা নিরাপদ মনে করছিলেন। এমনই একজন মণীশ হালদার। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পায়েল মোড় থেকে চেকপোস্ট পর্যন্ত তিনি এভাবেই এগিয়েছেন। মণীশের কথায়, 'উলটো লেনের অবস্থায় আমি যেতেই ভয় পাচ্ছি। ওই রাস্তার তো চরম পরিস্থিতি। কার্নিভালের পেছন পেছন যাওয়াই ভালো বলে মনে হল।' একের পর এক স্কুলবাস কোনওরকমে বেরিয়ে যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে এক চালক বলেন, 'সেবক রোডের যানজটে একবার পড়লে, বেরিয়ে আসা যে কত কঠিন তা ফের বোঝা গেল!'

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 6

কদমার বনে বাড়ছে ট্র্যাপ ক্যামেরা

জলাভূমির ওপর নজরদারিতে জোর দিচ্ছে বন দপ্তর

নয়া জামানা ঃ বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র নির্ভর করে তার জলাভূমির ওপর। তাই জলাভূমির ওপর নজরদারিতে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোয় জোর দিচ্ছে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ। ইতিমধ্যে বাগডোগরা রেঞ্জের তাইপু বিটের কদমা ব্লক বনাঞ্চলের গভীরে থাকা জলাভূমিতে বন্যপ্রাণীদের আনাগোনায় নজর রাখতে একটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এবার কদমা ব্লক বনাঞ্চলে জলাভূমির কাছাকাছি বন্যপ্রাণীদের গতিবিধি বুঝতে এবং তাদের সুরক্ষার স্বার্থে আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর। তাইপু বিটের কদমা ব্লক বনাঞ্চলে জারুল, শাল, চিকরাশি, চিলনির মতো নানা ধরনের গাছের মাঝে ওয়েটল্যান্ড অর্থাৎ প্রাকৃতিক জলাভূমি পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন বিভাগ জীববৈচিত্র্যের স্বার্থে এই জলাভূমির রক্ষণাবেক্ষণে আরও জোর দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই জলাভূমির পাড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে কোন ধরনের বন্যপ্রাণী, পশুপাখিরা এই জলাভূমিতে আসে। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কার্সিয়াং বন



বিভাগের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান।

বাগডোগরা সংরক্ষিত বনের গভীরের এই জলাভূমি আসলে 'অ্যাকুইফার জোন', যেখানে সারাবছর এই জলাভূমি বিপুল পরিমাণে জল ধারণ করে রাখে। এখান থেকে বনের ঝোরাগুলিতে সারাবছর জল প্রবাহিত হয়। এই জলাভূমিতে 'চেক ড্যাম' করা হয়েছে। যাতে বাড়তি জল ঝোরাগুলিতে যেতে পারে।

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু বলছেন, 'এই জলাভূমি বনের এতটাই গভীরে যে সেখানে সাধারণ মানুষের পা পড়ে না। শুধুমাত্র বনকর্মীরা টহল দিতে যান। পশুপাখিদের জন্য অত্যন্ত নিরাপদ আস্তানা। এখানে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হরিণ, সজারু, বনবিড়াল, খরগোশ, শুয়োর, শেয়াল, বাঁদর, দুই প্রজাতির হর্নবিল, তিন প্রজাতির টিয়া, ময়ূর, ল্যাপইউন পন্ড হেরন, মাছরাঙা, রুফার্স ট্রিপাই, ফিঙে সহ বিভিন্ন ধরনের পাখি, বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাং, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, জলজ কীট, বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি। এই বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখা খুবই দরকার। কারণ এই জলাভূমির জল বনের মধ্যে দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো ঝোরা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।'

চুপির পাখিরালায় সাজবে আকর্ষণীয়ভাবে

তৈরি হবে অত্যাধুনিকভাবে ওয়াচ টাওয়ার

নয়া জামানা ঃ পর্যটন দপ্তরের অনুমোদনে এক কোটি টাকা বরাদ্দ। পূর্ব বর্ধমান জেলার, পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালায় সাজবে আকর্ষণীয়ভাবে। তৈরি হবে অত্যাধুনিকভাবে ওয়াচ টাওয়ার। আধুনিক মিউজিয়াম এবং পর্যটকদের জন্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে।

শীত পড়লেই পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন বিদেশের পাখি দেখা, নৌকা ভ্রমণ ও বনভোজনের জন্য আদর্শ জায়গা হয়ে ওঠে এই পাখিরালায়। বছরের বিশেষ দিনগুলি তো বটেই, সারা শীতকাল জুড়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে পাখি রালায়ে।ইতিমধ্যেই সরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি কটেজ রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বেসরকারি উদ্যোগেও থাকা খাবার ব্যবস্থা। এবার পর্যটন দপ্তরের অনুমোদনে এক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। খুব শিগগিরই সেই টাকা দিয়েই সাজবে নতুন ভাবে চুপির পাখিরালয়। আগে এলাকায় একটি



ভগ্ন প্রায় ওয়াচ টাওয়ার ছিল। পাখি রালয়ের সেই জায়গাতেই

আধুনিক মানের ওয়াচ টাওয়ার তৈরি হবে। তৈরি হবে মিউজিয়াম, আধুনিক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, এমনই জানান পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

তবে ইতিমধ্যেই বিদেশি পাখিদের আগমন ঘটেছে পাখিরালায়ে। তবে পর্যটকের সংখ্যা এখন নেহাতই কম। কারণ শিত সেই ভাবে এখনও পড়েনি। পাশাপাশি রয়েছে ছাড়ি গঙ্গায় কচুরিপানার সমস্যা, আর সেই কারণে অস্প্রে এর মতো শিকারি পাখিদের দেখাতে নিয়ে যেতে পারছেন না মাঝিরা। তারাও তাদের সমস্যার কথা জানান শুক্রবার। অন্যদিকে তাদের একটি আবেদন, সরকার কচুরিপানার সমস্যার আগে সমাধান করুক।

স্থানীয় ব্যবসাদার-রা তারা জানাচ্ছেন,

নতুন ভাবে চুপি সাজলে এখানে অর্থনৈতিক অনেক মান উন্নয়ন ঘটবে। কাজ হবে বেকার যুবকদের, ফলে নতুন হবে কর্মসংস্থানের দিশা।

বিক্রমগড়ে লিভ-ইন পার্টনারের পোষ্যদের 'খুন', আটক যুবক



নয়া জামানা ঃ নৃশংসতার চরম নিদর্শনের সাক্ষী রইল দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি। লিভ-ইন সঙ্গী বিচ্ছেদ চাইতেই 'খুনি' হয়ে উঠল প্রেমিক! বাড়ি ঢুকে প্রেমিকার দুই পোষ্য কুকুরকে খুনের অভিযোগে বিক্রমগড়ে আটক যুবক। শনিবার সন্ধ্যায় হাড়হিম ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যান অভিনেত্রী তথা পশুপ্রেমী দেবলীনা দত্ত এবং অন্যান্য পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। মৃত কুকুরদের ময়নাতদন্তের দাবির

পাশাপাশি অভিযুক্তের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা সকলে। এত বড় কাণ্ডের পর অবশ্য অভিযুক্ত যুবক ভাবলেশহীন! অনুশোচনার লেশমাত্র নেই তার। বাড়ির পোষ্যদের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘিরে এই মুহূর্তে সরগরম এলাকা। জানা গিয়েছে, সঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং তাঁর প্রেমিকা, যিনি ডিজে পরীনোভা নামে পরিচিত থাকতেন বিক্রমগড়ের একটি ফ্ল্যাটে। সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় আর একসঙ্গে থাকতে চাইছিলেন না প্রেমিকা। নিজের পোষ্যদের সঞ্জীবের কাছে রেখে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যান পরী। এরপর শনিবার পরীকে ভিডিও কল করেন সঞ্জীব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই ভিডিও কলে পরী দেখতে পান, তাঁর একটি পোষ্য কুকুরকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

তা দেখে আঁতকে ওঠেন পরী। তা দেখে ভয় পেয়ে স্থানীয় এক যুবককে ফোন করে দ্রুত তাঁর ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা বলেন। ওই যুবক গিয়ে দেখেন, একটি নয়, পরীর দুটি পোষ্য ততক্ষণে মৃত। সারা ফ্ল্যাটে কার্যত রক্তের বন্যা!

কৃষ্ণনগরে 'বুড়িমা'র চরণে এবার সারাবছরই পুজো দেওয়া যাবে

বড় সিদ্ধান্ত মন্দির কর্তৃপক্ষের

নয়া জামানা ঃ জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য চন্দননগর বিখ্যাত হলেও আরাধনার আদি ক্ষেত্র কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপধামও কম জনপ্রিয় নয়। সেখানে বিখ্যাত দেবী 'বুড়িমা'। জগদ্ধাত্রী পুজোয় বিশালাকার সাজানো 'বুড়িমা'র মূর্তিতে পুজো দিতে ঢল নামে পুণ্যার্থীদের। সারাবছর অবশ্য মূর্তি থাকে না। তখন বেদিতে মাথা ছুঁইয়েই পূজা নিবেদন করেন সকলে। এবার সেই ভক্তদের জন্য বড়সড় সুখবর শোনাল 'বুড়িমা' মন্দির কর্তৃপক্ষ। এবার থেকে সারাবছর 'বুড়িমা'র চরণে পুজো দিতে পারবেন তাঁরা। এতকাল 'বুড়িমা'র মন্দিরে সারাবছর স্রেফ বেদি রাখা হতো। সেখানেই ভক্তরা পুজো দিতেন। বেদিতে মাথা ছুঁইয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হতো। এবার মন্দিরে স্থাপিত হচ্ছে অষ্টধাতুর চরণদ্বয়। জানা যাচ্ছে, প্রায় ২০ কেজি ওজনের ওই চরণদ্বয় অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি। কাঁসার থালায় স্থাপিত আগামী ১৮ নভেম্বর বাৎসরিক পুজোয় তার উদ্বোধন হবে। তারপর থেকে পুণ্যার্থীরা যেদিন খুশি সেদিন এখানে পুজো দিতে পারবেন। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা চরণে নিয়মিত পুজো চলবে। কেন এই বদল?



মন্দির কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, সারাবছর মায়ের বিরাটাকার মূর্তি না থাকলেও ভক্তরা আসেন পুজো দিতে। বেদিতে প্রণাম করেন। মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন। তাই কোটি কোটি ভক্তের কথা মাথায় রেখে নতুন করে 'বুড়িমা'র চরণ স্থাপনের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৮ নভেম্বরের পর থেকে বুড়িমার মন্দিরে গেলে এই চরণে পুজো দেওয়া যাবে। উল্লেখ্য, নৈহাটির বড়মার মন্দিরেও আগে পটচিত্রে পুজো হত। বছরে একবার প্রায় ২১ ফুটের কালীমূর্তি পূজিত হত। কিন্তু ২০২৩ সালে নৈহাটির তৎকালীন বিধায়ক পার্থ ভৌমিকের তৎপরতায় পাথরের স্থায়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাড়ে ৪ ফুটের সেই কষ্টিপাথরের মূর্তিতেই এখন সারাবছর পুজো দেন, দর্শন করেন। এবার প্রায় একই সুযোগ পাবেন কৃষ্ণনগরে 'বুড়িমা'র মন্দিরেও।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 7

সাফল্য ও গৌরবের পথে

গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠ

মানস দাস ।। নয়া জামানা ।। মালদা















শেখ আবদূর রসিদ
প্রধান শিক্ষক

এক স্বপ্নের সফল অভিযাত্রা ও ভিত্তিপ্রস্তর

২০১৬ সালের এক শুভ প্রাক্কালে মালদার কালিয়াচকের শিক্ষাজগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে আত্মপ্রকাশ করেছিল ‘গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠ’।

পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের পসরা সাজিয়ে, মাত্র ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং ২৫ জন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সঙ্গে নিয়ে এই বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়েছিল।সময়ের স্রোতে সেই ছোট চারাগাছটি আজ একটি বিশাল বটবৃক্ষে রূপ নিয়েছে। বর্তমানে এই স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১ হাজার এবং তাদের দীক্ষা দিতে নিয়োজিত রয়েছেন ৪২ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বিদ্যালয়টি শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে।

অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ ও আধুনিক পঠনপাঠনের রূপরেখা

শিক্ষার মান এবং ফলাফলের দিক থেকে গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠ তার সাফল্যের মুকুটে একের পর এক উজ্জ্বল পালক যুক্ত করে চলেছে।২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রছাত্রীরা মেধাতালিকায় ১৪তম, ১৮তম এবং ২৪তম স্থান অর্জন করে বিদ্যালয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে।

আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়াসে এই বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দিক থেকে বহু দূর এগিয়ে দিচ্ছে।এর পাশাপাশি অতিরিক্ত ও ভাষাভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সংস্কৃত, আরবি এবং হিন্দি পড়ানোর সুব্যবস্থাও রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

কেবলমাত্র গতানুগতিক পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবিক গুণাবলী জাগিয়ে তুলতে নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন শিবির, পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং পরিবেশ দিবস উদযাপন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়।এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত চেতনা, শৃঙ্খলা এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে দারুণভাবে সাহায্য করে।

দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও ব্যক্তিগত মনোযোগ

শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা, মনন এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা যে একরকম হয় না এই বাস্তবসম্মত দিকটি মাথায় রেখেই পরিচালনা করা হয় এই বিদ্যালয়। গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসের পিছিয়ে পড়া বা দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। মূল ক্লাসের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় প্রদান এবং ব্যক্তিগত মনোযোগের মাধ্যমে তাদের পড়াশোনার ভিত শক্ত করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়, যাতে কোনো একটি শিক্ষার্থীও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে মূল স্রোতে পিছিয়ে না পড়ে।

শিক্ষক সমাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও যৌথ উদ্যোগ

একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পেছনে থাকে একদল মানুষের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ। গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠের সামগ্রিক সাফল্য ও পঠনপাঠনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক বাপি দাস অত্যন্ত আশাবাদী সুরে জানান যে, ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে এবং ধারাবাহিক ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এক সূত্রে বাঁধা পড়ে একযোগে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এই নিবিড় মানসিক বন্ধন এবং যৌথ প্রচেষ্টাই বিদ্যালয়ের প্রতিটি সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

প্রধান শিক্ষকের দূরদর্শী ভাবনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের কান্ডারি তথা প্রধান শিক্ষক শেখ আবদুর রসিদ এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, গীতাঞ্জলি বিদ্যাপীঠ ভবিষ্যতে শুধু একটি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরং একটি নিখুঁত আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে পূর্ণতা লাভ করবে।

তাঁর মতে, যেখানে পুঁথিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবতা, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা এবং ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী শুধু ভালো নম্বরই অর্জন করবে না বরং আগামী দিনে সমাজের প্রকৃত ‘আদর্শ
মানুষ’ হিসেবে গড়ে উঠবে। গ্রামবাংলার বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিদ্যাপীঠ আজ প্রমাণ করেছে যে, সঠিক পরিকল্পনা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং ভালোবাসার ছোঁয়া পেলে যেকোনো স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নিতে পারে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 14-11-2026 19:37 Page 8

মোহভঙ্গ শাহরুখ-জুহির ?

হাতবদল হতে পারে নাইটদের মালিকানার

নয়া জামানা ঃ আরসিবি, রাজস্থান রয়্যালসের পর এবার কেকেআর। আইপিএলের নয়া মরশুমের আগেই হাতবদল হয়ে যেতে পারে নাইটদের মালিকানার একটা বড় অংশের। সব ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই নাইট রাইডার্স গ্রুপের শেয়ারের একটা বড় অংশ যেতে পারে মার্কিন সংস্থা জুত্রম্ ম্যানেজমেন্টের হাতে। কেকেআরের মালিকানা এই মুহূর্তে মূলত রয়েছে শাহরুখ খানের রেড চিলিজ এবং জুহি চাওলা-জয় মেহেতার মেহেতা গ্রুপের হাতে। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশ শেয়ার নিয়ে দলের মূল মালিকানা রয়েছে কিং খানের সংস্থার হাতে। জুহি চাওলা-জয় মেহতার হাতে রয়েছে ৪৫ শতাংশ শেয়ার। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, মেহেতা গ্রুপ নিজেদের শেয়ারের কিছু অংশ বিক্রি করতে চাইছে।



আসলে যে সময় ওই দুই সংস্থা যৌথভাবে নাইটদের মালিকানা পায়, সেসময়ের তুলনায় নাইটদের বর্তমান বাজারমূল্য অনেক বেশি। তাই মেহেতা গ্রুপ মূলধন বাড়াতে নিজেদের শেয়ারের কিছু অংশ বিক্রি করতে চায়। সেই টাকা আবার নাইটদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই বিনিয়োগ হবে বলে খবর। এই ভিনদেশের লিগে দল কেনার ক্ষেত্রে। সব ঠিক থাকলে দ্রুতই হয়তো নতুন মালিক পেতে চলেছে নাইটরা। তবে জুহি-মেহেতারা পুরো মালিকানা বেচতে চাইছেন না। তাঁরা নিজেদের শেয়ারের ২০ শতাংশ বেচবে। সেই ২০ শতাংশ মালিকানা যেতে পারে অ্যারেসের কাছে। শোনা যাচ্ছে, অ্যারেসের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে। জুত্রম্ মার্কিন সংস্থা। মূলত রিয়েল এস্টেট, পরিকাঠামো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তবে একই সঙ্গে ফুটবল, এনএফএলেও বিনিয়োগ রয়েছে তাঁদের। আংশিকভাবে মালিকানা বিক্রির অর্থ তাঁরাও ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, সঙ্গে আসবেন নতুন মালিক। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজির মূল মালিকানা থাকছে শাহরুখের হাতেই। কারণ কোনও পরিস্থিতিতেই তিনি শেয়ার বিক্রি করছেন না। আইপিএলের অন্যতম সফল দল নাইটরা। তিনবারের চ্যাম্পিয়ন, চারবারের ফাইনালিস্ট। তাছাড়া শাহরুখ খান এবং কলকাতার নাম যুক্ত থাকার জন্য আলাদা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে কেকেআরের। স্বাভাবিকভাবেই সেটার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় বহু সংস্থা। তবে আপাতত এগিয়ে অ্যারেসই।

ইংরেজ বক্সারকে হারিয়ে যুব অলিম্পিক্সে সোনা গুঞ্জনের

নয়া জামানা ঃ অপেশাদার বক্সিংয়ে আটচল্লিশটি লড়াইয়ের মধ্যে সাতচল্লিশটিতেই জয়। সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত যুব অলিম্পিক্সে আটচল্লিশ কেজি বিভাগে ইংল্যান্ডের লিলি ব্যাসেট নেমেছিলেন অপ্রতিরোধ্য ফেভারিট হিসেবে। অতীতে এই ব্যাসেটের কাছেই অনূর্ধ্ব-উনিশ ফিউচার কাপের ফাইনালে হেরেছিলেন ভারতের গুঞ্জন যাদব। কিন্তু এবার হিসারের মেয়ে আর হার মানতে রাজি ছিলেন না। সেমিফাইনালে ইংরেজ প্রতিপক্ষকে চার-এক ব্যবধানে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার পর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফাইনালে আলজেরিয়ার বুথাইনা বেনসালাকে পাঁচ-শূন্য ব্যবধানে উড়িয়ে দিলেন তিনি। প্রথম ভারতীয় মহিলা এবং সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় ভারতীয় বক্সার হিসেবে যুব অলিম্পিক্সে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন হরিয়ানার এই তরুণী।



টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নীরজ চোপড়ার সোনা জয় দেখেই ২০২১ সালে খেলাধুলার আঙিনায় পা রেখে ছিলেন গুঞ্জন। তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে এক কঠিন পারিবারিক লড়াই ও জেদের গল্প। ২০২৪ সালে রোহতকে জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে হারের পর মেয়ের মানসিক দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে হিসারের ধানা কালান গ্রামে নিজেদের সাত একর তুলোর খেতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা হরভগবান যাদব। সারাদিন ধরে কুড়ি সেন্টিমিটার গভীর নালা খুঁড়ে চাষের হাড়ভাঙা খাটুনি করিয়েছিলেন তিনি। বাবা ও কাকা রাম অবতার ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিলেও হার মানেননি পনেরো বছরের গুঞ্জন, পুরো খেতের কাজ শেষ করে তবেই ক্ষান্ত হন। সেদিনই মেয়ের বিশ্বজয়ের জেদ টের পেয়েছিলেন হরভগবান। মেয়ের স্বপ্নের জন্য গ্রামে টিউশন ছেড়ে হিসারে আট হাজার টাকা ভাড়ার দুই কামরার ঘরে ছেলেমেয়েকে নিয়ে উঠে আসেন মা সুমন। বারো হাজার টাকা বেতনের স্কুলের চাকরি এবং খেতের সামান্য আয়ে সংসার না চলায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও মহাজনের থেকে ধারও করতে হয়েছে পরিবারকে। কোচ বিকাশ লোহানের তত্ত্বাবধানে মহাবীর স্টেডিয়াম ও মনজিৎ লোহান বক্সিং অ্যাকাডেমিতে শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতে রোজ একশো ও চারশো মিটার স্প্রিন্টের পাশাপাশি দশ কিলোমিটার দৌড়াতেন গুঞ্জন। ডাকারে কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোর আতেনা সোফিয়া কালেরোকে পাঁচ-শূন্য ব্যবধানে হারানোর পর সেমিফাইনালে লিলি ব্যাসেটের শক্তিশালী বাঁ-হাতি আপারকাট সামলে নিখুঁত রাইট ক্রস ও লেফট হুকের যুগলবন্দিতে বাজিমাত করেন তিনি। ফাইনালেও প্রথম রাউন্ড থেকেই একই কৌশলে আলজেরীয় প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখেন। জাতীয় বক্সিং কোচ গীতা ওইনাম চানুর মতে, লং রেঞ্জে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণে গুঞ্জনের দক্ষতা অসাধারণ, যা আগামী দিনে সিনিয়র স্তরে একান্ন কেজি বিভাগে উন্নীত হওয়ার পর তাঁকে আরও সাফল্য এনে দেবে।

‘শামিকে নিউজিল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল’, ওয়াসিম জাফর

নয়া জামানা ঃ রনজি ট্রফিতে দুরন্ত বোলিং। দলীপ ট্রফিতেও নজরকাড়া পারফরম্যান্স। কিন্তু তারপরও জাতীয় দলের দরজা খোলেনি। কোচ গৌতম গম্ভীরের আমলে পাওয়া ধরাবাহিক ‘অবজ্ঞা’ শেষ পর্যন্ত টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে মহম্মদ শামিকে। তবে প্রাক্তন টেস্ট প্লেয়ারের তালিকায় নয়। শামির নাম নিউজিল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে থাকা উচিত ছিল বলে মনে করছেন ওয়াসিম জাফর। প্রাক্তন জাতীয় ওপেনার বর্তমানে হায়দরাবাদ রাজ্য দলের মেন্টর। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্য দল নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। সল্টলেকের যাদবপুর ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে জাফর বলে গেলেন, তাঁশামিকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ও এখনও টেস্ট খেলার জায়গায় আছে। নিউজিল্যান্ড সফরের দলে ওকে রাখা উচিত ছিল। রবি শাস্ত্রী একেবারে সত্যি বলেছে। শামির এখনও পঞ্চাশটা টেস্ট উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা আছে। ওর স্কিল এখনও দুর্দান্ত। কোনও ব্যাটারকে যদি বলা হয়, শামির মতো বোলারকে সামলাতে হবে না, নিশ্চিতভাবেই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। ওর দলে না থাকা আমাকে অবাক করেছে।দ বাংলার জার্সিতে গত মরশুম থেকে পুরোদমে খেলছেন শামি। সে কথা অজানা নয় ঘরোয়া ক্রিকেটে কুড়ি হাজারের বেশি রানের মালিক জাফরের। শোনালেন, তাশামি তো বাংলার হয়ে পুরোদমেই খেলছে। পূর্বাঞ্চলের হয়ে উইকেট পেয়েছে। বলের গতি



কমেনি। ঘরোয়া ক্রিকেটের সেরা ব্যাটারদের আউট করছে। এর বাইরে একজন বোলার আর কী করবে? ফলে ওকে না নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। শুধু শামি নয়, আরও দুই সিনিয়র রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি নিয়েও বর্তমান টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় সমর্থন নেই জাফরের। সরাসরিই বলছেন, আগামী বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত দুই নক্ষত্রকে নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। বরং পরিবর্তন করতে হলে তারপর করা হোক। ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রাখলে, রোহিত-বিরাট নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। যদি দলে তরুণ মুখ আনার হয়, তবে বিশ্বকাপের পর পরিবর্তন করা হোক। ওরা দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সদস্য। ম্যাচ উইনার। ওরা বিশ্বকাপ জেতার জন্য নিজেদের সেরাটাই দেবে। বিরাট ভালো ফর্মে আছে, ফিটনেসও দারুণ। বিশ্বকাপে রোহিতের পারফরম্যান্সও নজরকাড়া। এমনিতে ভারতীয় দলে খুব বেশি অভিজ্ঞ প্লেয়ার নেই। শুভমান তরুণ অধিনায়ক। দুই সিনিয়রের অভিজ্ঞতা দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকে সাহায্য করবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেদ, বার্তা জাফরের। আগামী বছর বিশ্বকাপে ভারতকে অন্যতম ফেভারিট হিসেবেই দেখছেন তিনি। কারণ জশপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজের উপস্থিতি। এই দু'জনের সঙ্গে শামি থাকলে, তা বিশ্বকাপে ভারতের জন্য ‘গেমচেঞ্জার’ হতে পারে বলেও মনে করছেন জাফর। ঘরের মাঠে টেস্ট উইকেট নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন জাফর।

যেখানে ভারতীয় ব্যাটিং স্পিনের সামনে স্বচ্ছন্দ নয়, সেখানে র ্যাঙ্ক টার্নার আদতে প্রতিপক্ষের সুবিধা করছে বলেই মত প্রাক্তন জাতীয় ওপেনারের।

তউইকেট ভালো হলে, ভারতীয় দলের পারফরম্যান্সও ভালো হয়। বিরাটের আমলে সেটা আমরা দেখেওছি। ফলে এমন ঘূর্ণি উইকেট বানানোর কোনও প্রয়োজন দেখছি না। কারণ আমাদের স্পিন খেলার ক্ষমতাও কমে গিয়েছে। বরং প্রতিপক্ষের ব্যাটাররা অনেক ধরনের শট খেলে। সঙ্গে ভালো স্পিনার নিয়ে আসছে ওরাদ, বলছেন জাফর। সবমিলিয়ে শামি থেকে টেস্ট উইকেট- একদা সতীর্থের মতামত শুনলে গৌতম যে ‘গম্ভীর’ হবেন, বলে দেওয়াই যায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।